আজকের কাগজ

তারিখ ...15 OCT 1993 ... ...
পৃষ্ঠা... ৭ ... ...কলাম ...২... ...

রিমু চৌধুরী হত্যার ২৫ দিন পরও অভিযুক্ত উল্লেখযোগ্য আসামীদের গ্রেফতার করা হয়নি

নিরাপত্তার গ্যারান্টি ছাড়াই কাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে

রাজশাহী প্রতিনিধি : কোনো রকমের বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়াই, চরম নিরাপত্তাহীনতা এবং উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ২৫ দিন বন্ধ থাকার পর আগামীকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে আজ সকল আবাসিক হলসমূহ খুলে দেয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা ও বিশ্ববিদ্যালয় এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে, স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অতিরিক্ত ৩০০ জন পুলিশের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোনো সারা পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাতের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের৪টি আবাসিক হলের যে ১৪০টি কক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেগুলোও এখন পর্যন্ত মেরামত করা হয়নি। সুতরাং এসব কক্ষে বসবাসকারী ছাত্ররা হলে এসে কোথায় উঠবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। গত ১৯ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর সশস্ত্র শিবির কর্মিরা হামলা চালালে শেরে বাংলা হলের আবাসিক ছাত্র রিমু চৌধুরী নিহত হয় এবং প্রায় অর্ধশতাধিক ছাত্র মারাত্মকভাবে আহত হয়। এছাড়া ৪টি আবাসিক হলের প্রায় দেড় শতাধিক কক্ষ অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবার প্রেক্ষিতে রা.বি. কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন।

ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর এই নারকীয় তাণ্ডবের প্রতিবাদে জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। দেশব্যাপী সর্বস্তরের জনগণ অবিলম্বে রিমু হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাসহ স্বাধীনতা বিরোধী জামাত-শিবিরের ধর্মাশ্রয়ী সন্ত্রাসী রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানান। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এত দাবি দাওয়া ও আন্দোলন সত্ত্বেও রিমু হত্যার ২৫ দিন অতিক্রান্ত হলেও পুলিশ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এখন পর্যন্ত রিমু হত্যার অভিযুক্ত উল্লেখযোগ্য কোনো আসামীকে গ্রেফতার করতে পারেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সেই সঙ্গে আরো অভিযোগ করে জানান, পুলিশ প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রাক্কালেও বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বুধপাড়া, বিনোদপুর ও মেহেরচণ্ডীসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর শিবিরের ঘাঁটিগুলোতে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযানই চালায়নি। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, গত ২/৩ দিন আগ থেকেই এসব ঘাঁটিগুলোতে শিবিরের সশস্ত্র কর্মিরা আবার সমবেত হতে শুরু করেছে। গত কয়েকদিন যাবৎ মহানগরী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে ছাত্র শিবিরের বেশ কিছু নেতা-কর্মির আনাগোনা লক্ষ্য করা গেছে। ছাত্র নেতারা জানান, রিমু হত্যার পর নগরীর সর্বস্তরের মানুষের তীব্র ঘৃণা ও প্রতিরোধের কারণে জামাত-শিবির কর্মিরা গা ঢাকা দিয়েছিলো কিন্তু পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণে তারা আবার বেরিয়ে এসেছে এবং নতুনভাবে সংগঠিত হচ্ছে। গ্রামবাসীরা জানান, শিবির কর্মিরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রামগুলোর বিভিন্ন ভাড়া করা বাড়ি এবং মেসে এসে উঠেছে। এলাকাবাসী আরো জানান, এদের মধ্যে রিমু হত্যার অভিযুক্ত অনেক আসামীও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রাক্কালে এসব বিষয় আবার নতুন করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারি এবং অভিভাবক মহলে চরম উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিভাবকরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ফোন করে সার্বিক পরিস্থিতি ও সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবে কিনা এসব বিষয়ে খবরাখবর নিচ্ছেন। তবে অভিভাবকদেরকে কেউই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারছেন না বলে জানা গেছে।

সিন্ডিকেটের ৫ জন সদস্য এর আগে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে বিপক্ষে মত দিয়েছেন। শিক্ষক সমিতিও ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সকল কাজ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে শিক্ষক সমিতি, ছাত্র সংগঠনসহ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনির্দিষ্টকালের জন্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

এদিকে এ নিষেধাজ্ঞার কারণে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ গতকাল সন্ধ্যায় রাজশাহী প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, কর্তৃপক্ষ খুনীদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা না করে, '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টের পরিপন্থী অগণতান্ত্রিক নীতিমালা প্রণয়ন করে কর্তৃপক্ষ বস্তুত শিক্ষার ওপরই আঘাত হেনেছে। নেতারা আরো জানান, কর্তৃপক্ষ অতীতেও এ ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু তারপরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ছাত্রনেতাদের মতে রা.বি. ভিসি, প্রোভিসি, কোষাধ্যক্ষ এবং মেটোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার-এর অপসারণ এবং খুনীদের গ্রেফতার এবং শান্তির ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর নয়। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজের প্রেস রিলিজে জানা গেছে, আগামী ১৭ অক্টোবর শহীদ রিমুর মা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আসছেন সে উদ্দেশে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ ক্যাম্পাসে শোক মিছিল ও গণ সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।